নিউ ইয়র্ক ও মুম্বই, সন্ত্রাসের মোকাবিলা করছে সাহসের সঙ্গে

ডেভিড সি মালফোর্ড
(ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত)

পাঁচ বছর আগে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম সন্ত্রাসবাদী হানায় নিহত হয়েছিলেন প্রায় তিন হাজার নিরীহ মানুষ। এঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক ভারতীয় নাগরিকও। দু'মাস আগে সন্ত্রাসবাদীরা আঘাত হানল ভারতে। মুম্বইয়ে পৃথক পৃথক পাঁচটি ট্রেনে সন্ত্রাসবাদীদের ঘটানো বিস্ফোরণে নৃশংস ভাবে হতাহত হল বহু নিরীহ যাত্রী। আর গত ৮ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদীদের বোমা বিস্ফোরণ মর্মান্তিক ভাবে ছিনিয়ে নিল আরও কয়েক ডজন প্রাণ। আমাদের দুই দেশের কাছে সন্ত্রাসবাদ নতুন কিছু নয়। তবু এই সব ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের গৃহীত অঙ্গীকার সুস্পষ্ট ভাবে দেখিয়ে দেয় যে আমাদের দুই সুমহান দেশ একই আদর্শের ভিত্তিতে আবদ্ধ।

মার্কিন ও ভারতীয়রা আলাদা আলাদা ভাবে এই ট্রাজেডির কথা ভাবতে বসলে আমরা সম্ভবত সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছব -- সন্ত্রাসবাদ কোনও একটি বিশেষ দেশ বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। সন্ত্রাসবাদ আদতে বিশ্বের সর্বত্র মুক্ত সমাজের ওপর সরাসরি হানা।

ঘৃণার দ্বারা প্ররোচিত সন্ত্রাসবাদীরা ভারত বা আমেরিকার মতো মুক্ত, গণতান্ত্রিক এবং বহুত্ববাদী সমাজের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারে না। অপরিসীম যন্ত্রনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করলেও সন্ত্রাসবাদ তার বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই শেষ পর্যন্ত হেরে যেতে বাধ্য। সন্ত্রাসবাদীদের লালিত ঘৃণার চিন্তাধারার ফলেই তারা বুঝতে পারে না যে ভারত ও আমেরিকার মতো দেশের মুক্ত সমাজের গভীরে অবিচ্ছেদ্য ভাবে প্রোথিত রয়েছে জাতির শক্তির অফুরান উৎস।

সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে গিয়ে চমৎকৃত হয়েছি যখন দেখেছি দুঃখের মাঝে দাঁড়িয়েও মানুষ কিভাবে জগতের সামনে তুলে ধরে তার সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার পরিচয় এবং ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তার যূথবদ্ধ চেতনা। একদিন যেখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র সেখানে গেলে সত্যিই চোখে জল এসে যায়।

বিশ্বের আরও অনেকের মতো আমিও অনুপ্রেরণা লাভ করেছি মুম্বইয়ের সেই সব মানুষের ছবি দেখে যারা ১২ জুলাই আবার ট্রেনের কামরা ভরিয়ে তুলে ছুটেছে নিজেদের গন্তব্যে -- মানুষ কাজে ফিরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তারা চায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছন্দ আবার ফিরিয়ে আনতে। তারা চায় নিজেদের পারিবারিক জীবন অটুট রাখতে এবং পরিবারকে উন্নততর জীবনযাত্রা উপহার দিতে। আমাদের আশা, মালেগাঁওয়ের মানুষও ঠিক একই রকম করবেন। বিভিন্ন হানাহানির সম্মুখীন হয়ে ভারতের মানুষ শুধু যে অদম্য সাহসই দেখিয়েছেন তাই নয়, তাঁরা পরিচয় দিয়েছেন প্রশংসনীয় সংযমের। তাঁরা থেকেছেন শান্ত।

১১ সেপ্টেম্বরের হানায় নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও পেনসিলভানিয়ায় আমাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা ছাড়াও মার্কিনরা স্মরণ করবেন দেশের আরও অনেক নাগরিক এবং সেনানীর কথা যাঁরা কোনও না কোনও সময় সন্ত্রাসবাদের বলি হয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, ভারত বারবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে। আজ আমরা হয়ত ভাবছি ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার বুকে ভয়াবহ জঙ্গী হানা, কিংবা ১১ জুলাই মুম্বইয়ে পরপর ট্রেনে বিস্ফোরণ বা মালেগাঁওয়ে অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনার কথা। কিন্তু আমরা কিছুতেই ভুলতে পারব না খোদ নয়াদিলি, শ্রীনগর বা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও সন্ত্রাসবাদী তান্ডবের খতিয়ান।

সন্ত্রাসবাদের পিছনে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না। সব প্রধান প্রধান ধর্মই বলে জীবন হল মূল্যবান এবং নিরীহ মানুষ হত্যা করা, এমনকি নিজের জীবন নষ্ট করাও পাপ। সন্ত্রাসের বলি যারা তারা সকলেই নিরীহ, ছা-পোষা মানুষ। রয়েছে নারী ও শিশু। অফিস বা স্কুলে যাতায়াতের পথে, স্বজন-বন্ধুর বাড়িতে দেখা সাক্ষাতের পথে কিংবা প্রাত্যহিক দিনযাপনের মাঝেই এই সব মানুষকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে সন্ত্রাসবাদীরা। জনগনের ওপর এরকম ঘৃণ্য হানার পরেও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং রীতিনীতি অক্ষুন্ন রাখা এবং তা আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ভারতের দৃঢ়তা অবশ্যই গোটা দুনিয়ার প্রশংসার যোগ্য। নিউ ইয়র্ক এবং সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ এই লড়াইয়ে আজ আবার নতুন করে ভারতীয়দের প্রতি সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা আপনাদের শোকের ভাগীদার -- যেমন আমি জানি, আপনারাও আমাদের পাশে আছেন। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এই দেশের সকলের মনের কথাটিই তুলে ধরেছিলেন যখন তিনি বললেন, "মুম্বই আরও একবার ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতীক হিসাবে মাথা উঁচু করে দেখাল। মুম্বই ভারতেরই যথার্থ প্রতিচ্ছবি।" মুম্বইয়ে ট্রেনে বিস্ফোরণের ঘটনার নিন্দা করে প্রেসিডেন্ট বুশও স্পষ্ট বলেছিলেন, "এই সব জঘন্য কার্যকলাপ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর অঙ্গীকারকেই আরও জোরদার করে এবং তখনই দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করা যায় যে নিরীহ মানুষকে এই ঘৃণ্য হত্যার পিছনে কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।" মালেগাঁওয়ের ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্টের মন্তব্য সমান সত্য।

ভারতের সঙ্গে সহমত পোষণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও অভিমত, কোনও সভ্য, গণতান্ত্রিক, সহিষ্ণু এবং শান্তিকামী সমাজে সন্ত্রাসবাদের কোনও স্থান নেই। বিগত কয়েক বছরে ভারত-মার্কিন সহযোগিতার উলেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত তাদের বিচারের কাঠগড়ায় তুলতে ভারতকে যথাসাধ্য সব রকম সহায়তা জুগিয়ে চলবে মার্কিন জনগণ ও সরকার। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক এই সম্পর্ক ক্রমে আরও জোরদার হয়ে উঠছে। আমরা সংবেদনশীল তথ্যের পারস্পরিক বিনিময় ঘটাচ্ছি যাতে রক্ষা পায় মূল্যবান জীবন। ফরেনসিক বিষয়ে এবং হুমকির সত্যাসত্য যাচাইয়ে আমরা পুলিস ও গোয়েন্দা পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের আদান-প্রদান করছি। সমুদ্র পথে জাহাজে মাল পরিবহনে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের অর্থের যোগানের উৎস ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছি।

অভিশপ্ত সেই ১১ সেপ্টেম্বরের আগেও ভারতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে যার মূল উৎস ছিল আফগানিস্তানে। তালিবান জমানার অবসানের পর থেকে আমরা যৌথ ভাবে আফগানিস্তানের পুনর্গঠন এবং আফগান গণতন্ত্রের মজবুতির পথে কাজ করেছি। সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করেছি যাতে সেই দেশ

নতুন করে সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগারে পর্যবসিত না হয় বা অন্য দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হানাদারির মঞ্চ না হয়ে ওঠে।

এক উন্নততর ও নিরাপদ দুনিয়া গড়ে তুলতে আমাদের দুই জাতির দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন। আমাদের সভ্যতার ভিত্তিমূলে যারা হিংসাত্মক আঘাত হানতে চায় সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কৌশলগত জোটবদ্ধ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতেও আমরা বদ্ধপরিকর। আজ যখন সন্ত্রাসের শিকার অভিশপ্ত পরিবার এবং সেই সঙ্গে সংশিষ্ট দেশ শোকার্ত তখন আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এবং জনসাধারণ অকুতোভয় এবং নিজস্ব সঙ্কল্পে অটুট। আমরা জানি সব মানুষই সমান এবং ন্যায় বিচার, শ্রদ্ধা, সুযোগ ও মর্যাদা সকলেরই প্রাপ্য। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বুনিয়াদি নীতির প্রতি আস্থাশীল থাকবে এবং যারা আমাদের ধবংস করতে উদ্যত হবে তাদের আমরা পরাজিত করব।

This article was published by *Syandan Patrika* (Agartala, Tripura) on September 15, 2006; by *Sambad Pratidin* (Calcutta) on September 16, 2006 and by *Samayik Prasanga* (Silchar, Assam) on September 17, 2006